সমকাল
26 AUG 2026

এলসি ছাড়া আমদানির মূল্যসীমা থাকছে না

সমকাল প্রতিবেদক

আমদানি নীতি আদেশ ২০২৬-২৯ জারি

- আগের আমদানিনীতি অনুসারে এলসি ছাড়া সর্বোচ্চ ৫ লাখ ডলারের পণ্য আমদানি করা যেত
- পোশাক খাতের কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৩০ শতাংশ মূল্য সংযোজনের শর্ত

দেশের আমদানি ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক, স্বচ্ছ ও ব্যবসাবান্ধব করার লক্ষ্য নিয়ে আমদানিনীতি আদেশ ২০২৬-২৯ জারি করেছে সরকার। এতে আমদানি প্রক্রিয়া সহজ করা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য তৈরি, ব্যবসায়ীদের জন্য নীতিগত স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়ানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গত সোমবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নীতি আদেশের গেজেট জারি করেছে। এই নীতি আদেশ এখন থেকে ২০২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

২০২১-২০২৪ মেয়াদের আমদানিনীতি অনুসারে বাণিজ্যিক আমদানিকারকেরা এলসি ছাড়া নির্দিষ্ট মূল্যসীমার মধ্যে পণ্য আমদানি-করতে পারতেন। নতুন আমদানিনীতিতে সেই মূল্যসীমা তুলে দিয়ে সেলস বা পারচেজ কনট্রাক্টের মাধ্যমে আমদানির সুযোগ রাখা হয়েছে। আগের আমদানিনীতিতেও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এলসি ছাড়া আমদানির সুযোগ রাখা হয়েছিল। তবে বাণিজ্যিক আমদানিকারকদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে অর্থ পরিশোধ করে এলসি ছাড়া আমদানির বার্ষিক সীমা ছিল ৫ লাখ মার্কিন ডলার। বিশেষ কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে আলাদা সীমাও ছিল।

নতুন আমদানিনীতি অনুসারে, ঋণপত্র না খুলে ক্রয় বা বিক্রয় চুক্তিপত্রের মাধ্যমে পণ্য আমদানি করা যাবে। শিল্প খাতে ও বাণিজ্যিক আমদানিযোগ্য সকল উপকরণ ও পণ্য ক্রয় ও বিক্রয় চুক্তির মূল্য ও পরিমাণে পণ্য আমদানি করা যাবে। তবে মিয়ানমারের সঙ্গে আমদানির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ ও মূল্যের বিধান রাখা হয়েছে। তবে এর জন্য আমদানিকারককে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকে নিবন্ধিত হতে হবে।

নতুন আমদানিনীতিতে ব্যবসায়ীদের জন্য আমদানি কার্যক্রম পরিচালনায় অধিকতর স্পষ্টতা ও কাঠামোগত সুবিধা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস, আমদানি শর্ত, প্রয়োজনীয় সনদপত্র, উৎস দেশ নির্ধারণ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিধিমালা অনুসরণের বিষয়গুলোকে আরও সুসংগঠিত করা হয়েছে।

নতুন নীতিতে আমদানি পণ্যের উৎপত্তি দেশসংক্রান্ত তথ্য নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে পণ্যের উৎস সম্পর্কে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় সুবিধা গ্রহণ সহজ হবে। তৈরি পোশাক খাতের রপ্তানিতে কাঁচামাল আমদানিনির্ভর মূল্য সংযোজনের শর্ত খানিকটা কঠোর করা হয়েছে। কাঁচামাল আমদানি করে শিশুদের পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে ন্যূনতম মূল্য সংযোজনের হার ১৫ থেকে বাড়িয়ে ৩০ শতাংশ করা হয়েছে। একইভাবে কটন ও ম্যানমেইড ফাইবার দিয়ে তৈরি সব ধরনের নিট ও ওভেন পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রেও ন্যূনতম মূল্য সংযোজনের হার ২০ থেকে বাড়িয়ে ৩০ শতাংশ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তবে নতুন নীতিতে অন্তর্বাস ও সিনথেটিক পণ্য, জুতা ও চামড়াজাত পণ্য, জাহাজ এবং ফার্নিচার রপ্তানির ক্ষেত্রেও ন্যূনতম মূল্য সংযোজনের শর্ত আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে। অন্তর্বাস ও অন্যান্য সিনথেটিক ফাইবারের বিশেষায়িত পোশাক রপ্তানিতে ন্যূনতম ৪০ শতাংশ, জুতা ও চামড়াজাত পণ্য এবং নন-লেদার জুতা রপ্তানিতে ৩০ শতাংশ, জাহাজ রপ্তানিতে ৩০ শতাংশ এবং কাঠের তৈরি ফার্নিচার রপ্তানিতে ৫০ শতাংশ মূল্য সংযোজনের শর্ত দেওয়া হয়েছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তির সুবিধা গ্রহণের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে এই নীতিতে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে মুক্তবাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ), সিইপিএ, ইপিএ এবং অন্যান্য আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় সুবিধা গ্রহণের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। এ ধরনের বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে শুল্কসুবিধা, বাজার সম্প্রসারণ এবং আন্তর্জাতিক সরবরাহ ব্যবস্থায় বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর সুযোগ তৈরি হবে।

আন্তর্জাতিক মান অনুসরণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই নীতিমালায়। নীতিতে আন্তর্জাতিক মান ও কারিগরি বিধিমালার বিষয়টিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে বাণিজ্য বাধা এবং বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)-এর মানদণ্ড অনুসরণের বিষয়টি নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন মানসম্পন্ন পণ্য আমদানি নিশ্চিত হবে, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেশের বাণিজ্য ব্যবস্থাপনা আরও শক্তিশালী হবে।

এছাড়া নতুন নীতির অন্যতম লক্ষ্য হলো আমদানি ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা। পণ্য যাচাই, প্রয়োজনীয় নথিপত্র, সনদ ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের বিষয়গুলোকে সুস্পষ্ট করার মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের সময় ও ব্যয় কমানোর সুযোগ তৈরি হবে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বণিক বার্তা
26 AUG 2026

আমদানি নীতিমালা জারি

এলসির বাইরে মূল্যসীমা ছাড়াই পণ্য আমদানির সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

ঋণপত্র বা এলসির পাশাপাশি এখন থেকে কোনো নির্দিষ্ট মূল্যসীমা ছাড়াই ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে পণ্য আমদানি করতে পারবেন শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের আমদানিকারকেরা। একই সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল (ফ্রি ট্রেড জোন) ও সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যারহাউজ প্রতিষ্ঠার বিধান, প্রবাসী বাংলাদেশীদের শিল্পে বিনিয়োগে আমদানি সুবিধা এবং রফতানিমুখী শিল্পে কাঁচামাল আমদানির সুযোগ সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

এসব বিধান রেখে ২০২৬-২৯ মেয়াদের নতুন আমদানি নীতি' আদেশ জারি করেছে সরকার। সোমবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এ-সংক্রান্ত গেজেট প্রকাশ করে।

আগের ২০২১-২৪ মেয়াদের আমদানি নীতিতেও এলসি ছাড়া ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে পণ্য আমদানির সুযোগ ছিল। তবে সেখানে নির্দিষ্ট মূল্যসীমা ও বিভিন্ন শর্ত ছিল। নতুন নীতিতে সে সীমা তুলে দিয়ে আমদানিকারক ও বিদেশী সরবরাহকারীর মধ্যে সরাসরি বাণিজ্যিক চুক্তির সুযোগ বাড়ানো হয়েছে।

আগের নীতিতে বাণিজ্যিক আমদানিকারকেরা এলসি ছাড়া বাংলাদেশ থেকে অর্থ পরিশোধ করে বছরে সর্বোচ্চ ৫ লাখ ডলার মূল্যের পণ্য আমদানি করতে পারতেন। নতুন নীতিতে এ ধরনের নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা না রেখে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রচলিত পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্য আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

নতুন আমদানি নীতিতে ব্যবসা সহজীকরণ, রফতানি সম্প্রসারণ, বিনিয়োগ আকর্ষণ ও শিল্পের কাঁচামালের সহজলভ্যতার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এলসির পাশাপাশি বিকল্প বাণিজ্যিক চুক্তির সুযোগ বাড়ানোর ফলে আমদানিকারকদের জন্য অর্থ পরিশোধের পদ্ধতিও আরো নমনীয় হবে।

নীতিতে ফ্রি ট্রেড জোন ও সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যারহাউজ প্রতিষ্ঠার বিধান যুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আঞ্চলিক বাণিজ্য, লজিস্টিকস ও পুনঃরফতানি কার্যক্রম সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরি হতে পারে। রফতানিমুখী শিল্পের কাঁচামাল সংরক্ষণ ও সরবরাহ ব্যবস্থাও এর মাধ্যমে আরো কার্যকর করার লক্ষ্য রয়েছে।

এছাড়া প্রবাসী বাংলাদেশীদের শিল্পে বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে তাদের অনুমোদিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য মূলধনি যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও কাঁচামাল আমদানির প্রক্রিয়া সহজ করার কথা বলা হয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে প্রচলিত অর্থ পরিশোধ পদ্ধতি ব্যবহারের সুযোগের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার বিষয়টিও এতে রয়েছে।

রফতানিমুখী শিল্পে কাঁচামাল ও উৎপাদন উপকরণ আমদানির সুবিধাও সম্প্রসারণ করা হয়েছে। রফতানি বহুমুখীকরণ ও উচ্চ মূল্য সংযোজনসম্পন্ন পণ্যের রফতানি বাড়াতে বিভিন্ন শিল্পে বিনামূল্যে বা 'ফ্রি অব কস্ট' ভিত্তিতে কাঁচামাল আমদানির সুযোগ রাখা হয়েছে। এলডিসি উত্তরণের পর আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের রফতানি প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ধরে রাখতে এ সুবিধা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

নতুন নীতিতে পণ্যের এইচএস কোড ও বর্ণনার মধ্যে অসামঞ্জস্যজনিত জটিলতা কমানোর ওপরও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এতে আমদানি প্রক্রিয়ায় বিলম্ব ও হয়রানি কমানোর সুযোগ তৈরি হতে পারে।

এদিকে নতুন আমদানি নীতির শুরুতেই এফটিএ, সেপা, ইপিএসহ বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তির বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এসব চুক্তির আওতায় আমদানি ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের সুযোগ রাখাই এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

সামগ্রিকভাবে নতুন নীতিতে আমদানি ব্যবস্থাকে এলসি-নির্ভর কাঠামো থেকে আরো নমনীয় ও চুক্তিনির্ভর করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতে ব্যবসায়ীদের জন্য আমদানি প্রক্রিয়া সহজ ও দ্রুত হতে পারে। তবে এলসির বাইরে লেনদেন বাড়লে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ, বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা, ওভার-ইনভয়েসিং, আন্ডার-ইনভয়েসিং ও অর্থ পাচার ঠেকাতে নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি জোরদারের প্রয়োজন হবে।

উল্লেখ্য, ২০২১-২৪ মেয়াদের আমদানি নীতির কার্যকাল ২০২৪ সালের ৩০ জুন শেষ হয়। নতুন আদেশ জারি না হওয়া পর্যন্ত আগের নীতিই কার্যকর ছিল।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বণিক বার্তা
26 AUG 2020

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম অব্যাহত রাখার ঘোষণা এলপিপির

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দেশের পোশাক শিল্পের অন্যতম ক্রেতাপ্রতিষ্ঠান এলপিপি বাংলাদেশে তাদের দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম ও অংশীদারত্ব অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছে। বর্তমানে এ দেশ থেকে প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক সোর্সিংয়ের মূল্য ৭৫০ মিলিয়ন ডলারের বেশি। এছাড়া বিগত পাঁচ বছরে বাংলাদেশ থেকে এলপিপির মোট সোর্সিংয়ের আর্থিক মূল্য ৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। ইউরোপীয় রিটেইল খাতের প্রতিষ্ঠানটির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সম্প্রতি এ তথ্য জানানো হয়।

২০০২ সাল থেকে বাংলাদেশে পোশাক সোর্সিং করে আসছে এলপিপি। ২০২০ সালে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটে। ওই বছর এলপিপির ক্রয়াদেশের আর্থিক মূল্য আগের বছরের চেয়ে ৭০ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পায়।

২০২৪ সাল থেকে এলপিপি বাংলাদেশের পোশাক খাতের অষ্টম বৃহত্তম ক্রেতা প্রতিষ্ঠান হিসেবে অবস্থান করছে, যার ক্রয়াদেশের মূল্য দেশের মোট পোশাক রফতানির প্রায় ২ শতাংশ।

বাংলাদেশের পোশাক কারখানাগুলোর কর্মপরিবেশ ও নিরাপত্তার মান উন্নয়নেও দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে এলপিপি। ২০১৩ সাল থেকে প্রতিষ্ঠানটি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকর্ডের সদস্য হিসেবে যুক্ত রয়েছে। বাংলাদেশে কারখানার নিরাপত্তা উন্নয়ন-সংক্রান্ত বিভিন্ন উদ্যোগে এখন পর্যন্ত এলপিপি ২ দশমিক ৫ মিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগ করেছে।

দীর্ঘদিনের উপস্থিতি ও বৃহৎ পরিসরের সোর্সিং কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের পোশাক শিল্পে কয়েক লাখ মানুষের কর্মসংস্থানে ভূমিকা রাখছে এলপিপি। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের সাড়ে ৩ শতাধিক পোশাক কারখানার সঙ্গে কাজ করছে, যা মোট রফতানিমুখী পোশাক কারখানার প্রায় ৮ শতাংশ।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

কালবেলা
26 AUG 2026

এলসির বাইরে মূল্যসীমা ছাড়াই পণ্য আমদানির সুযোগ

আমদানি নীতির কাঠামো বদল

কালবেলা প্রতিবেদক ▸▸

এলসির বাইরে মূল্যসীমা ছাড়াই পণ্য আমদানির সুযোগ রেখে নতুন 'আমদানি নীতি আদেশ ২০২৬-২০২৯' জারি করেছে সরকার। এ ছাড়া দেশীয় পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় আমদানি নিষিদ্ধ এবং নিয়ন্ত্রিত পণ্যের নতুন তালিকা ও শর্তাবলি ঘোষণা করা হয়েছে। নতুন নীতিমালায় পাঁচ বছরের বেশি পুরোনো গাড়ি, ১৬৫ সিসির বেশি মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রিত পণ্যের তালিকায় রাখা হয়েছে। অর্থাৎ, বিশেষ অনুমোদন ছাড়া এসব পণ্য আমদানি করা যাবে না। নতুন করে আমদানিনিষিদ্ধ পণ্যের তালিকায় যোগ হয়েছে সব ধরনের পুরোনো ইলেকট্রিক গাড়ি ও পুরোনো মোটরসাইকেল। এ ছাড়া বহুল বিতর্কিত শূকরের মাংস আমদানি আগের মতো নিষিদ্ধই রাখা হয়েছে। গত সোমবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত নতুন আমদানি নীতির গেজেট প্রকাশ করেছে।

নীতিমালা অনুসারে, ঋণপত্র বা এলসির পাশাপাশি এখন থেকে মূল্যসীমা ছাড়াই ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে পণ্য আমদানি করতে পারবেন শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের আমদানিকারকরা। একই সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল (ফ্রি ট্রেড জোন) ও সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যারহাউস প্রতিষ্ঠার বিধান, প্রবাসী বাংলাদেশিদের শিল্পে বিনিয়োগের জন্য আমদানি সুবিধা এবং রপ্তানিমুখী শিল্পে কাঁচামাল আমদানির সুযোগ সম্প্রসারণ করে এই নতুন আমদানি নীতি আদেশ ২০২৬-২০২৯ জারি করে সরকার।

আগের আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২০২৪ এ এলসি ছাড়া ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে আমদানির সুযোগ থাকলেও বিভিন্ন পণ্য ও খাতের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সীমা ও শর্ত ছিল। নতুন আদেশে সেই সুযোগ আরও বিস্তৃত করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রচলিত পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্য আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আগের নীতিতে বাণিজ্যিক আমদানিকারকরা এলসি ছাড়া নির্দিষ্ট মূল্যসীমার মধ্যে পণ্য আমদানি করতে পারতেন। নতুন নীতিতে সেই মূল্যসীমা তুলে দিয়ে সেলস বা পারচেজ

- ব্যবসা সহজ করতেই এই নতুন কাঠামো
- আমদানি করা যাবে না ৫ বছরের বেশি পুরোনো গাড়ি
- নিষিদ্ধ হলো পুরোনো ইলেকট্রিক গাড়ি
- নিষিদ্ধ হলো ১৬৫ সিসির বেশি মোটরসাইকেল আমদানি
- নিষিদ্ধই থাকছে শূকর ও শূকরজাত পণ্য
- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যচর্চার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করায় গুরুত্ব
- রয়েছে ফ্রি ট্রেড জোন ও সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যারহাউস প্রতিষ্ঠার বিধান

▸▸ এরপর পৃষ্ঠা ২ ▸ কলাম ৪

▸▸ শেষ পৃষ্ঠার পর

কনট্রাক্টের মাধ্যমে আমদানির সুযোগ রাখা হয়েছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের গেজেট অনুযায়ী, আমদানি নীতি আদেশ ২০২৬-২০২৯ এ আমদানি ব্যবস্থাকে আধুনিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যচর্চার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার পাশাপাশি ব্যবসা সহজীকরণ, রপ্তানি সম্প্রসারণ, বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং শিল্পের কাঁচামালের সহজলভ্যতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এলসি নির্ভরতা কমানোর উদ্যোগ

নতুন নীতির অন্যতম বড় পরিবর্তন হলো আমদানির অর্থ পরিশোধের পদ্ধতি আরও নমনীয় করা। এলসির পাশাপাশি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে আমদানির সুযোগ দেওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে প্রচলিত বিকল্প পেমেন্ট ব্যবস্থা ব্যবহার করা আমদানিকারকদের জন্য সহজ হবে।

২০২১-২০২৪ নীতিতেও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এলসি ছাড়া আমদানির সুযোগ ছিল। তবে বাণিজ্যিক আমদানিকারকদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে অর্থ পরিশোধ করে এলসি ছাড়া আমদানির বার্ষিক সীমা ছিল ৫ লাখ মার্কিন ডলার। বিশেষ কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে আলাদা সীমাও ছিল।

নতুন নীতিতে এসব সীমাবদ্ধতার পরিবর্তে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ফলে ব্যাংকিং চ্যানেলে এলসি খোলার বাধ্যবাধকতা কমিয়ে আমদানিকারক ও বিদেশি সরবরাহকারীর মধ্যে সরাসরি বাণিজ্যিক চুক্তির সুযোগ বাড়বে।

নিষিদ্ধ পণ্য:

নিয়ন্ত্রিত পণ্যের তালিকায় আগের মতোই ১৬৫ সিসির ওপরে সম্পূর্ণ প্রস্তুতকৃত মোটরসাইকেল আমদানি নিষিদ্ধ রাখা হয়েছে। তবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর জন্য এই সুযোগ রয়েছে। এ ছাড়া ৫০০ সিসি পর্যন্ত মোটরসাইকেলের যন্ত্রাংশ আমদানি করা যাবে। আমদানি নিষিদ্ধ পণ্যের তালিকায়

হয়েছে। সরকারের প্রত্যাশা, এর মাধ্যমে বাংলাদেশকে আঞ্চলিক বাণিজ্য, লজিস্টিকস ও পুনঃরপ্তানির কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ তৈরি হবে। একই সঙ্গে রপ্তানিমুখী শিল্পের কাঁচামাল সংরক্ষণ ও সরবরাহ ব্যবস্থা আরও কার্যকর হবে।

আগের আমদানি নীতির তুলনায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত পরিবর্তন। ২০২১-২০২৪ নীতিতে রপ্তানিমুখী শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে বন্ডসহ বিভিন্ন সুবিধা থাকলেও নতুন আদেশে বাণিজ্য ও লজিস্টিক অবকাঠামোর অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় বন্ডেড ওয়্যারহাউসের বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে যুক্ত করা হয়েছে।

প্রবাসীদের শিল্পে আমদানি সুবিধা

নতুন নীতিতে প্রথমবারের মতো 'প্রবাসী বাংলাদেশি'র সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাদের অনুমোদিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য মূলধনি যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও কাঁচামাল আমদানির প্রক্রিয়া সহজ করার কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিকভাবে প্রচলিত আধুনিক অর্থ পরিশোধ পদ্ধতি ব্যবহারের সুযোগ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশে শিল্প ও বিনিয়োগে উৎসাহিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রপ্তানিমুখী শিল্পে কাঁচামাল আমদানিতে সুবিধা

নতুন নীতিতে রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও উচ্চ মূল্য সংযোজনসম্পন্ন পণ্যের রপ্তানি বাড়াতে বিভিন্ন রপ্তানিমুখী শিল্পে বিনা মূল্যে বা 'ফ্রি অব কস্ট' ভিত্তিতে কাঁচামাল ও উৎপাদন উপকরণ আমদানির সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বিশেষ করে এলডিসি উত্তরণের পর আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা ধরে রাখতে এ সুবিধা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ উৎপাদন ব্যয় কমানো এবং প্রয়োজনীয় কাঁচামাল দ্রুত

হয়েছে। নীতির খসড়া পর্যায়ে এইচএস কোডের বর্ণনাকে চূড়ান্ত ভিত্তি করার প্রস্তাব করা হয়েছিল, যাতে কোড ও পণ্যের বর্ণনার অসামঞ্জস্যের কারণে আমদানি প্রক্রিয়ায় হয়রানি ও বিলম্ব কমে।

আমদানি নীতির পরিবর্তনগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২০২১-২০২৪ আদেশের মূল লক্ষ্য ছিল আমদানি প্রক্রিয়া সহজ করা এবং রপ্তানিমুখী শিল্পকে সহায়তা করা। নতুন ২০২৬-২০২৯ আদেশে সেই ধারা আরও বিস্তৃত করে আমদানি অর্থায়ন, বিনিয়োগ, লজিস্টিকস, পুনঃরপ্তানি ও প্রবাসী বিনিয়োগকে একই কাঠামোর মধ্যে আনার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিশেষ করে এলসির পাশাপাশি মূল্যসীমা ছাড়াই ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে আমদানির সুযোগ ব্যবসায়ীদের জন্য বড় পরিবর্তন। এতে আমদানিতে সময় ও ব্যাংকিং-সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা কমতে পারে। তবে এলসির বাইরে লেনদেন বাড়ার সঙ্গে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ, বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা, ওভার বা আন্ডার-ইনভয়েসিং এবং অর্থ পাচার ঠেকাতে নজরদারির প্রয়োজনও বাড়বে। নতুন নীতির মাধ্যমে বাংলাদেশের আমদানি ব্যবস্থাকে এলসি-নির্ভর প্রচলিত কাঠামো থেকে আরও নমনীয়, চুক্তিনির্ভর ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যচর্চার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থার দিকে নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

নতুন নীতির শুরুতেই এফটিএ, সেপা, ইপিএ, ইউনিলেটারাল অ্যাগ্রিমেন্ট ও বাইলেটারাল অ্যাগ্রিমেন্টের মতো আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তির উল্লেখ রয়েছে। বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির দিকে এগোচ্ছে। সে বিবেচনায় এসব চুক্তির আওতায় আমদানি ব্যবস্থাকে সমন্বয়ের সুযোগ রাখা হয়েছে নতুন নীতিতে।

- নতুন কাঠামো
- আমদানি করা যাবে না ৫ বছরের বেশি পুরোনো গাড়ি
- নিষিদ্ধ হলো পুরোনো ইলেকট্রিক গাড়ি
- নিষিদ্ধ হলো ১৬৫ সিসির বেশি মোটরসাইকেল আমদানি
- নিষিদ্ধই থাকছে শূকর ও শূকরজাত পণ্য
- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যচর্চার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করায় গুরুত্ব
- রয়েছে ফ্রি ট্রেড জোন ও সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যারহাউস প্রতিষ্ঠার বিধান

কালবেলা প্রতিবেদক ▸▸

এলসির বাইরে মূল্যসীমা ছাড়াই পণ্য আমদানির সুযোগ রেখে নতুন 'আমদানি নীতি আদেশ ২০২৬-২০২৯' জারি করেছে সরকার। এ ছাড়া দেশীয় পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় আমদানি নিষিদ্ধ এবং নিয়ন্ত্রিত পণ্যের নতুন তালিকা ও শর্তাবলি ঘোষণা করা হয়েছে। নতুন নীতিমালায় পাঁচ বছরের বেশি পুরোনো গাড়ি, ১৬৫ সিসির বেশি মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রিত পণ্যের তালিকায় রাখা হয়েছে। অর্থাৎ, বিশেষ অনুমোদন ছাড়া এসব পণ্য আমদানি করা যাবে না। নতুন করে আমদানিনিষিদ্ধ পণ্যের তালিকায় যোগ হয়েছে সব ধরনের পুরোনো ইলেকট্রিক গাড়ি ও পুরোনো মোটরসাইকেল। এ ছাড়া বহুল বিতর্কিত শূকরের মাংস আমদানি আগের মতো নিষিদ্ধই রাখা হয়েছে। গত সোমবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত নতুন আমদানি নীতির গেজেট প্রকাশ করেছে।

নীতিমালা অনুসারে, ঋণপত্র বা এলসির পাশাপাশি এখন থেকে মূল্যসীমা ছাড়াই ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে পণ্য আমদানি করতে পারবেন শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের আমদানিকারকরা। একই সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল (ফ্রি ট্রেড জোন) ও সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যারহাউস প্রতিষ্ঠার বিধান, প্রবাসী বাংলাদেশিদের শিল্পে বিনিয়োগের জন্য আমদানি সুবিধা এবং রপ্তানিমুখী শিল্পে কাঁচামাল আমদানির সুযোগ সম্প্রসারণ করে এই নতুন আমদানি নীতি আদেশ ২০২৬-২০২৯ জারি করে সরকার।

আগের আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২০২৪ এ এলসি ছাড়া ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে আমদানির সুযোগ থাকলেও বিভিন্ন পণ্য ও খাতের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সীমা ও শর্ত ছিল। নতুন আদেশে সেই সুযোগ আরও বিস্তৃত করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রচলিত পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্য আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আগের নীতিতে বাণিজ্যিক আমদানিকারকরা এলসি ছাড়া নির্দিষ্ট মূল্যসীমার মধ্যে পণ্য আমদানি করতে পারতেন। নতুন নীতিতে সেই মূল্যসীমা তুলে দিয়ে সেলস বা পারচেজ

▸▸ এরপর পৃষ্ঠা ২ ▸ কলাম ৪

▸▸ শেষ পৃষ্ঠার পর

কনট্রাক্টের মাধ্যমে আমদানির সুযোগ রাখা হয়েছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের গেজেট অনুযায়ী, আমদানি নীতি আদেশ ২০২৬-২০২৯ এ আমদানি ব্যবস্থাকে আধুনিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যচর্চার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার পাশাপাশি ব্যবসা সহজীকরণ, রপ্তানি সম্প্রসারণ, বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং শিল্পের কাঁচামালের সহজলভ্যতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এলসি নির্ভরতা কমানোর উদ্যোগ

নতুন নীতির অন্যতম বড় পরিবর্তন হলো আমদানির অর্থ পরিশোধের পদ্ধতি আরও নমনীয় করা। এলসির পাশাপাশি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে আমদানির সুযোগ দেওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে প্রচলিত বিকল্প পেমেন্ট ব্যবস্থা ব্যবহার করা আমদানিকারকদের জন্য সহজ হবে।

২০২১-২০২৪ নীতিতেও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এলসি ছাড়া আমদানির সুযোগ ছিল। তবে বাণিজ্যিক আমদানিকারকদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে অর্থ পরিশোধ করে এলসি ছাড়া আমদানির বার্ষিক সীমা ছিল ৫ লাখ মার্কিন ডলার। বিশেষ কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে আলাদা সীমাও ছিল।

নতুন নীতিতে এসব সীমাবদ্ধতার পরিবর্তে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ফলে ব্যাংকিং চ্যানেলে এলসি খোলার বাধ্যবাধকতা কমিয়ে আমদানিকারক ও বিদেশি সরবরাহকারীর মধ্যে সরাসরি বাণিজ্যিক চুক্তির সুযোগ বাড়বে।

নিষিদ্ধ পণ্য:

নিয়ন্ত্রিত পণ্যের তালিকায় আগের মতোই ১৬৫ সিসির ওপরে সম্পূর্ণ প্রস্তুতকৃত মোটরসাইকেল আমদানি নিষিদ্ধ রাখা হয়েছে। তবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর জন্য এই সুযোগ রয়েছে। এ ছাড়া ৫০০ সিসি পর্যন্ত মোটরসাইকেলের যন্ত্রাংশ আমদানি করা যাবে। আমদানি নিষিদ্ধ পণ্যের তালিকায় রয়েছে যে কোনো পুরোনো ইলেকট্রিক গাড়ি, পাঁচ বছরের অধিক পুরোনো গাড়ি, শূকর ও শূকরজাত যে কোনো ধরনের পণ্য।

মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল ও কেন্দ্রীয় বন্ডেড গুদাম

নতুন আমদানি নীতিতে ফ্রি ট্রেড জোন ও সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যারহাউস প্রতিষ্ঠার বিধান যুক্ত করা হয়েছে। সরকারের প্রত্যাশা, এর মাধ্যমে বাংলাদেশকে আঞ্চলিক বাণিজ্য, লজিস্টিকস ও পুনঃরপ্তানির কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ তৈরি হবে। একই সঙ্গে রপ্তানিমুখী শিল্পের কাঁচামাল সংরক্ষণ ও সরবরাহ ব্যবস্থা আরও কার্যকর হবে।

আগের আমদানি নীতির তুলনায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত পরিবর্তন। ২০২১-২০২৪ নীতিতে রপ্তানিমুখী শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে বন্ডসহ বিভিন্ন সুবিধা থাকলেও নতুন আদেশে বাণিজ্য ও লজিস্টিক অবকাঠামোর অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় বন্ডেড ওয়্যারহাউসের বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে যুক্ত করা হয়েছে।

প্রবাসীদের শিল্পে আমদানি সুবিধা

নতুন নীতিতে প্রথমবারের মতো 'প্রবাসী বাংলাদেশি'র সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাদের অনুমোদিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য মূলধনি যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও কাঁচামাল আমদানির প্রক্রিয়া সহজ করার কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিকভাবে প্রচলিত আধুনিক অর্থ পরিশোধ পদ্ধতি ব্যবহারের সুযোগ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশে শিল্প ও বিনিয়োগে উৎসাহিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রপ্তানিমুখী শিল্পে কাঁচামাল আমদানিতে সুবিধা

নতুন নীতিতে রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও উচ্চ মূল্য সংযোজনসম্পন্ন পণ্যের রপ্তানি বাড়াতে বিভিন্ন রপ্তানিমুখী শিল্পে বিনা মূল্যে বা 'ফ্রি অব কস্ট' ভিত্তিতে কাঁচামাল ও উৎপাদন উপকরণ আমদানির সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বিশেষ করে এলডিসি উত্তরণের পর আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা ধরে রাখতে এ সুবিধা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ উৎপাদন ব্যয় কমানো এবং প্রয়োজনীয় কাঁচামাল দ্রুত সংগ্রহের সুযোগ বাড়লে রপ্তানিকারকদের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়তে পারে।

আমদানি প্রক্রিয়ায় এইচএস কোডের গুরুত্ব

নতুন নীতিতে পণ্যের এইচএস কোড ও বর্ণনার মধ্যে অসামঞ্জস্য নিয়ে আমদানিকারকদের দীর্ঘদিনের জটিলতা কমানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নীতির খসড়া পর্যায়ে এইচএস কোডের বর্ণনাকে চূড়ান্ত ভিত্তি করার প্রস্তাব করা হয়েছিল, যাতে কোড ও পণ্যের বর্ণনার অসামঞ্জস্যের কারণে আমদানি প্রক্রিয়ায় হয়রানি ও বিলম্ব কমে।

আমদানি নীতির পরিবর্তনগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২০২১-২০২৪ আদেশের মূল লক্ষ্য ছিল আমদানি প্রক্রিয়া সহজ করা এবং রপ্তানিমুখী শিল্পকে সহায়তা করা। নতুন ২০২৬-২০২৯ আদেশে সেই ধারা আরও বিস্তৃত করে আমদানি অর্থায়ন, বিনিয়োগ, লজিস্টিকস, পুনঃরপ্তানি ও প্রবাসী বিনিয়োগকে একই কাঠামোর মধ্যে আনার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিশেষ করে এলসির পাশাপাশি মূল্যসীমা ছাড়াই ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে আমদানির সুযোগ ব্যবসায়ীদের জন্য বড় পরিবর্তন। এতে আমদানিতে সময় ও ব্যাংকিং-সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা কমতে পারে। তবে এলসির বাইরে লেনদেন বাড়ার সঙ্গে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ, বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা, ওভার বা আন্ডার-ইনভয়েসিং এবং অর্থ পাচার ঠেকাতে নজরদারির প্রয়োজনও বাড়বে। নতুন নীতির মাধ্যমে বাংলাদেশের আমদানি ব্যবস্থাকে এলসি-নির্ভর প্রচলিত কাঠামো থেকে আরও নমনীয়, চুক্তিনির্ভর ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যচর্চার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থার দিকে নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

নতুন নীতির শুরুতেই এফটিএ, সেপা, ইপিএ, ইউনিলেটারাল অ্যাগ্রিমেন্ট ও বাইলেটারাল অ্যাগ্রিমেন্টের মতো আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তির উল্লেখ রয়েছে। বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির দিকে এগোচ্ছে। সে বিবেচনায় এসব চুক্তির আওতায় আমদানি ব্যবস্থাকে সমন্বয়ের সুযোগ রাখা হয়েছে নতুন নীতিতে। বিশেষ করে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ বিভিন্ন অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) বা সেপা কার্যকর করলে নতুন আমদানি নীতির কাঠামোর সঙ্গে সেগুলো সমন্বয়ের সুযোগ থাকবে। ২০২১-২০২৪ আমদানি নীতির মেয়াদ ২০২৪ সালের ৩০ জুন শেষ হলেও নতুন আদেশ জারি না হওয়া পর্যন্ত আগের নীতিই কার্যকর ছিল।

ঢাকা।

The Financial Express
26 AUG 2026

RMG value addition requirement raised up to 40pc

MONIRA MUNNI

Value-addition requirement for garment exports has been raised up to 40 per cent as the government moves to reduce reliance on imported raw materials, strengthen local backward-linkage industries and curb trade-based money laundering.

The government has tightened to rules on value addition to export products in the new import policy.

According to the Import Policy Order 2026-2029, gazette on which was issued Monday by commerce ministry, the government has established structured value-addition benchmarks for the garment and textile sector, setting minimum retention thresholds ranging from 10 per cent to 40 per cent based on product valuation, category, and sourcing methods.

To encourage high-value apparel manufacturing, the policy keeps the reduced 10-percent value addition for woven and knitwear with an FOB price exceeding $60 per dozen under standard back-to-back LCs unchanged, compared to the 30-percent requirement for garments priced below that threshold.

The threshold was 20 per cent for woven and knit garments with an FOB (free on board) price below $60 per dozen.

Children's wear requires a 15-percent minimum value addition under regular LCs, while underwear and synthetic-fibre items carry a 20-percent baseline.

For raw materials imported on a Free-of-Cost (FOC) basis, a uniform 30- percent value addition applies across standard apparel-knit and woven made both from cotton and manmade fibre--while the threshold increased to 40 per cent for synthetic and underwear categories.

Meanwhile, the minimum value-addition requirement for kids' wear has been doubled to 30 per cent from 15 per cent under FoC system.

The value-addition requirement for footwear, leather goods, non-leather footwear and bag, shipbuilding, furniture and aluminum foil per kg (with 5.3 to 6 micron thickness) under standard back-to-back LCs has been set at 20 per cent and under FoC at 30 per cent except furniture which has been fixed at 50 per cent.

Asked about the developments on the trade front, Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) President Mahmud Hasan Khan said the three trade bodies for textiles and garments -- BGMEA, BKMEA and BTMA--have agreed on 30-percent value addition.

| SEE PAGE 7 COL 6

VALUE-ADDED EXPORTS NEW RULES

GARMENTS & TEXTILES

Category	Standard LC	FoC Imports
Woven & knitwear above $60/dozen	10%	30%
Woven & knitwear below $60/dozen	↑30%	30%
Children's wear	15%	30% ↑
Underwear & synthetic items	20%	40% ↑

OTHER EXPORT SECTORS

20%
- Footwear
- Leather goods
- Bags
- Shipbuilding
- Aluminium foil

(Standard LC)

30%
Most of the above sectors
(FoC imports)

50%
Furniture under FoC

| FROM PAGE 1 COL 5

"Higher value addition will help in increasing local raw-material use and flourish the backward-linkages industries here in the country," he told The Financial Express.

SM Khaled, managing director of Snowtex Group, has said for cotton- based garments, 30-percent value addition would not be challenging but for MMF-based garment manufacturing, the threshold might be difficult for many unless uninterrupted utility like gas supply is ensured and backward linkage is not strong enough.

Fazlul Hoque, managing director Plummy Fashions Ltd, feels that the threshold for FoC should be relaxed as buyers at their own cost supply fabrics to manufacturers.

"As a result, there is less possibility of some risks like cancellation, discount or costly air shipment," he notes, adding that 30-percent value addition might not be possible for makers who mostly do basic items in large volumes at comparatively low price.

Talking to the FE, Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) President Mohammad Hatem criticised the government for fixing 40-percent value addition for undergarments and synthetic fabrics-made garments, saying that the government did not discuss the particular rate with the stakeholders. There should be no difference between standard LC and FoC, he said, raising question over rationality of the difference.

"FoC system is more secure and there is no scope of not bringing home export proceeds," he said, explaining that closed or partially-closed factories whose loans are already classified can bring raw materials under FoC and earn foreign currency.

This particular policy contradicts government policy to reopen closed factories, he added.

Exporters opine that Bangladesh should encourage MMF manufacturing as the global demand for such items is increasing.

Munni_fe@yahoo.com

ঢাকা।

The Business Standard
26 AUG 2025

RMG net earnings rebound 10% in April-June amid looming energy, cost pressures

RMG - BANGLADESH

SAKHAWAT PRINCE

Bangladesh's net readymade garment (RMG) export earnings rebounded strongly in the fourth quarter of FY26, rising 10.38% quarter-on-quarter, driven by higher knitwear exports.

Bangladesh Bank's latest Quarterly Review of Readymade Garments shows net RMG exports stood at $6.23 billion in April-June, compared with $5.64 billion in January-March. On a year-on-year basis, net earnings rose 20% from $5.17 billion in the same quarter of FY25.

Gross RMG export earnings also increased 9.79% quarter-on-quarter to $10.10 billion in the fourth quarter from $9.20 billion. The figure was 10.78% higher than a year earlier.

Knitwear exports rose 19.21% quarter-on-quarter to $5.50 billion from $4.61 billion, while woven garment exports increased only 0.31% to $4.60 billion from $4.58 billion. The strong performance in knitwear helped the sector recover from a relatively weak third quarter.

Bangladesh's merchandise exports also rebounded sharply in June, rising nearly 26% year-on-year to $4.20 billion. However, the late surge was insufficient to prevent a slight decline in overall export earnings in FY26.

Exporters said sharp June growth partly to a low base. Exports were weaker in June last year because of extended Eid-ul-Adha holidays, while most Eid holidays fell in May this year.

Despite the quarterly recovery, exporters remain concerned about energy and power shortages, which could weigh on apparel shipments in the coming months.

Pressures ahead

Mahmud Hasan Khan Babu, president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), said besides energy shortages, high interest rates and weaknesses in logistics, Bangladesh will face further challenges because of the free trade agreements between the European Union and India and Vietnam.

"However, if the domestic challenges can be addressed, the country's exports will perform better in the new fiscal year than in the previous one," he added.

Gas shortages have already severely disrupted textile production, industry insiders said, despite recent government assurances of improved supply.

I SEE PAGE 4 COL 5

CONTINUED FROM PAGE 3

Showkat Aziz Russell, president of the Bangladesh Textile Mills Association (BTMA), said more than 900 of its over 1,800 member mills are shut due to gas supply disruptions.

"Not only textile mills, but also gas-dependent steel, paper, particle board and ceramic industries are facing severe production disruptions due to the prolonged gas crisis," he said.

Higher value addition

The RMG sector imported $3.87 billion worth of raw materials in the fourth quarter, including cotton, synthetic and viscose fibres, yarn, fabrics and garment accessories.

These imports accounted for 38.32% of total RMG export earn-

For the full fiscal year, however, the sector's performance remained subdued. Total RMG export earnings reached $38.97 billion in FY26, up only 0.96% from the previous fiscal year.

The sector contributed 7.82% to nominal GDP during FY26, highlighting its continued importance to the economy and external trade.

The United States, Germany, the United Kingdom, Spain, France, the Netherlands, Italy, Canada and Belgium remained the major destinations for Bangladeshi apparel. They accounted for $7.24 billion, or 71.69% of total RMG export earnings in the fourth quarter.

The Bangladesh Bank said the near-term outlook for apparel exports remains moderately positive, supported by potential recovery in

RMG - BANGLADESH

SAKHAWAT PRINCE

Bangladesh's net readymade garment (RMG) export earnings rebounded strongly in the fourth quarter of FY26, rising 10.38% quarter-on-quarter, driven by higher knitwear exports.

Bangladesh Bank's latest Quarterly Review of Readymade Garments shows net RMG exports stood at $6.23 billion in April-June, compared with $5.64 billion in January-March. On a year-on-year basis, net earnings rose 20% from $5.17 billion in the same quarter of FY25.

Gross RMG export earnings also increased 9.79% quarter-on-quarter to $10.10 billion in the fourth quarter from $9.20 billion. The figure was 10.78% higher than a year earlier.

Knitwear exports rose 19.21% quarter-on-quarter to $5.50 billion from $4.61 billion, while woven garment exports increased only 0.31% to $4.60 billion from $4.58 billion. The strong performance in knitwear helped the sector recover from a relatively weak third quarter.

Bangladesh's merchandise exports also rebounded sharply in June, rising nearly 26% year-on-year to $4.20 billion. However, the late surge was insufficient to prevent a slight decline in overall export earnings in FY26.

Exporters said sharp June growth partly to a low base. Exports were weaker in June last year because of extended Eid-ul-Adha holidays, while most Eid holidays fell in May this year.

Despite the quarterly recovery, exporters remain concerned about energy and power shortages, which could weigh on apparel shipments in the coming months.

Pressures ahead

Mahmud Hasan Khan Babu, president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), said besides energy shortages, high interest rates and weaknesses in logistics, Bangladesh will face further challenges because of the free trade agreements between the European Union and India and Vietnam.

"However, if the domestic challenges can be addressed, the country's exports will perform better in the new fiscal year than in the previous one," he added.

Gas shortages have already severely disrupted textile production, industry insiders said, despite recent government assurances of improved supply. I SEE PAGE 4 COL 5

CONTINUED FROM PAGE 3

Showkat Aziz Russell, president of the Bangladesh Textile Mills Association (BTMA), said more than 900 of its over 1,800 member mills are shut due to gas supply disruptions.

"Not only textile mills, but also gas-dependent steel, paper, particle board and ceramic industries are facing severe production disruptions due to the prolonged gas crisis," he said.

Higher value addition

The RMG sector imported $3.87 billion worth of raw materials in the fourth quarter, including cotton, synthetic and viscose fibres, yarn, fabrics and garment accessories.

These imports accounted for 38.32% of total RMG export earnings, resulting in a value addition of 61.68%, slightly higher than 61.35% in the previous quarter.

For the full fiscal year, however, the sector's performance remained subdued. Total RMG export earnings reached $38.97 billion in FY26, up only 0.96% from the previous fiscal year.

The sector contributed 7.82% to nominal GDP during FY26, highlighting its continued importance to the economy and external trade.

The United States, Germany, the United Kingdom, Spain, France, the Netherlands, Italy, Canada and Belgium remained the major destinations for Bangladeshi apparel. They accounted for $7.24 billion, or 71.69% of total RMG export earnings in the fourth quarter.

The Bangladesh Bank said the near-term outlook for apparel exports remains moderately positive, supported by potential recovery in demand and improvements in compliance.

The Daily Star
26 AUG 2026

Bangladesh, Korea sign $13m grant deal to create AI experts

BSS, *Dhaka*

Bangladesh and the Korea International Cooperation Agency (KOICA) yesterday signed a $13 million grant agreement to develop technology experts with a focus on artificial intelligence (AI) in the country.

The Record of Discussion (RoD) and Terms of Reference (TOR) for the project, titled "Fostering Innovative Technology Experts with a Focus on Artificial Intelligence (AI) in Bangladesh", were signed at a ceremony in Dhaka.

The project will be implemented by the Bangladesh Hi-Tech Park Authority under the Information and Communication Technology (ICT) Division, with KOICA providing the $13 million grant.

To be implemented from 2026 to 2029, the project aims to build a strong foundation of AI knowledge and skills among Bangladeshi technology professionals to meet the growing demand of the rapidly evolving global IT industry.

It will promote innovation by strengthening collaboration between industry and academia and enabling technology professionals to apply advanced technologies to real-world problems, according to a press release issued by the Economic Relations Division (ERD).

The initiative will also encourage the application of AI-based solutions to address local and national challenges, contributing to Bangladesh's sustainable economic growth.

The project will also enhance the employability and job opportunities of Bangladeshi professionals both at home and abroad, including in the Republic of Korea, through advanced technical training and industry-oriented capacity development.

ERD Secretary Md Shahriar Kader Siddiky and ICT Division Secretary Md Mamunur Rashid Bhuiyan attended the signing ceremony along with senior officials from Bangladesh and KOICA.

Masuma Akter, additional secretary and wing chief for Asia, JEC and F&F at ERD, signed the RoD and TOR on behalf of the Government of Bangladesh, while KOICA Country Director Jihoon Kim signed on behalf of the South Korean agency.

The project is expected to strengthen Bangladesh's AI ecosystem by developing skilled professionals and fostering stronger links between academia and industry, the release said.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Daily Star
26 AUG 2026

RMG faces stiffer competition, rising cost: BB

STAR BUSINESS REPORT

Bangladesh's garment exports increased 11 percent year-on-year to $10.10 billion during the April-June quarter, the Bangladesh Bank said yesterday in its quarterly review.

However, the central bank warned that the sector faces rising production costs and stiffer competition from rival exporting countries amid persistent global economic uncertainty and geopolitical tensions.

"Going forward, export diversification, value-added production and enhanced productivity will be crucial for sustaining growth and strengthening the resilience of the RMG industry," said Bangladesh Bank in its quarterly review of the apparel sector.

BB said RMG's net exports, determined by subtracting RMG raw material import value from RMG export value, rose to 62 percent during the final quarter of the fiscal year 2025-26. The growth rate was 57 percent during the same period a year ago.

PHOTO: STAR/FILE

As per BB data, nine countries, including the United States, Germany, the United Kingdom, Spain and the Netherlands, were the top destinations for Bangladesh's RMG exports during the quarter, together accounting for $7.24 billion, or 72 percent of total RMG exports.

Including this quarter's shipments, total apparel export earnings for FY26 stood at $38.97 billion, up a modest 1 percent year-on-year, said BB.

The RMG sector's share of Bangladesh's nominal GDP - which measures a country's economic output using current market prices – in FY26 declined to 7.82 percent from 8.52 percent the previous year, according to central bank data.

Meanwhile, knitwear exports rose 10 percent year-on-year in the April-June quarter, helped by a temporary rebound in international demand, higher shipments to major markets and favourable shipment timing around Eid-ul-Azha, according to the report.

"However, the recovery remained fragile amid subdued global apparel demand, intensifying competition in major markets, rising production costs and uncertainty over US trade policy," the report said.

The modest growth recorded in the fourth quarter of FY26 stemmed partly from base effects and shipment timing rather than a sustained improvement in underlying global demand, it added.

READ MORE ON B2

Earnings from woven garment exports grew 12 percent year-on-year, driven by renewed shipments to major Western markets,

non-traditional markets remained subdued, a relatively resilient performance of the USA and Canadian markets offset this."

Bangladesh's garment exports increased 11 percent year-on-year to $10.10 billion during the April-June quarter, the Bangladesh Bank said yesterday in its quarterly review.

However, the central bank warned that the sector faces rising production costs and stiffer competition from rival exporting countries amid persistent global economic uncertainty and geopolitical tensions.

"Going forward, export diversification, value-added production and enhanced productivity will be crucial for sustaining growth and strengthening the resilience of the RMG industry," said Bangladesh Bank in its quarterly review of the apparel sector.

BB said RMG's net exports, determined by subtracting RMG raw material import value from RMG export value, rose to 62 percent during the final quarter of the fiscal year 2025-26. The growth rate was 57 percent during the same period a year ago.

PHOTO: STAR/FILE

As per BB data, nine countries, including the United States, Germany, the United Kingdom, Spain and the Netherlands, were the top destinations for Bangladesh's RMG exports during the quarter, together accounting for $7.24 billion, or 72 percent of total RMG exports.

Including this quarter's shipments, total apparel export earnings for FY26 stood at $38.97 billion, up a modest 1 percent year-on-year, said BB.

The RMG sector's share of Bangladesh's nominal GDP - which measures a country's economic output using current market prices – in FY26 declined to 7.82 percent from 8.52 percent the previous year, according to central bank data.

Meanwhile, knitwear exports rose 10 percent year-on-year in the April-June quarter, helped by a temporary rebound in international demand, higher shipments to major markets and favourable shipment timing around Eid-ul-Azha, according to the report.

"However, the recovery remained fragile amid subdued global apparel demand, intensifying competition in major markets, rising production costs and uncertainty over US trade policy," the report said.

The modest growth recorded in the fourth quarter of FY26 stemmed partly from base effects and shipment timing rather than a sustained improvement in underlying global demand, it added.

READ MORE ON B2

Earnings from woven garment exports grew 12 percent year-on-year, driven by renewed shipments to major Western markets, particularly the United States, following a prolonged period of falling exports.

The report said, "Weak demand in the European Union posed a major constraint for Bangladesh, due to lower apparel demand and increased competition from rival suppliers.

"While exports to non-traditional markets remained subdued, a relatively resilient performance of the USA and Canadian markets offset this."

Looking ahead, the central bank said the near-term outlook for the RMG industry remains moderately positive, supported by global apparel demand, competitive position in the international market and continued improvements in sustainability and compliance standards.

ঢাকা।

The Daily Star
26 AUG 2026

Economy shows signs of gradual stabilisation

MCCI says, warns of persisting structural challenges

STAR BUSINESS REPORT

Bangladesh's economy showed signs of gradual stabilisation during the April-June quarter of FY26, although overall economic activity remained subdued, said the Metropolitan Chamber of Commerce and Industry (MCCI) in its review.

"Inflation remained the major concern," the MCCI said in the review released yesterday.

The leading trade body said the country's economic growth for FY26 was provisionally estimated at 4.14 percent, up from 3.49 percent in FY25. Inflation, however, remained elevated, continuing to put pressure on household purchasing power and the cost of living.

The external sector performed relatively well, supported by strong remittance inflows and improved foreign exchange reserves.

Remittances remained robust during the quarter, while reserves strengthened significantly by the end of June, providing greater stability for the balance of payments and the foreign exchange market, the MCCI said.

Yet, there were some challenges.

"Export growth remained weak despite a rebound in June, while private investment, credit growth and domestic demand were constrained by high interest rates and economic uncertainty.

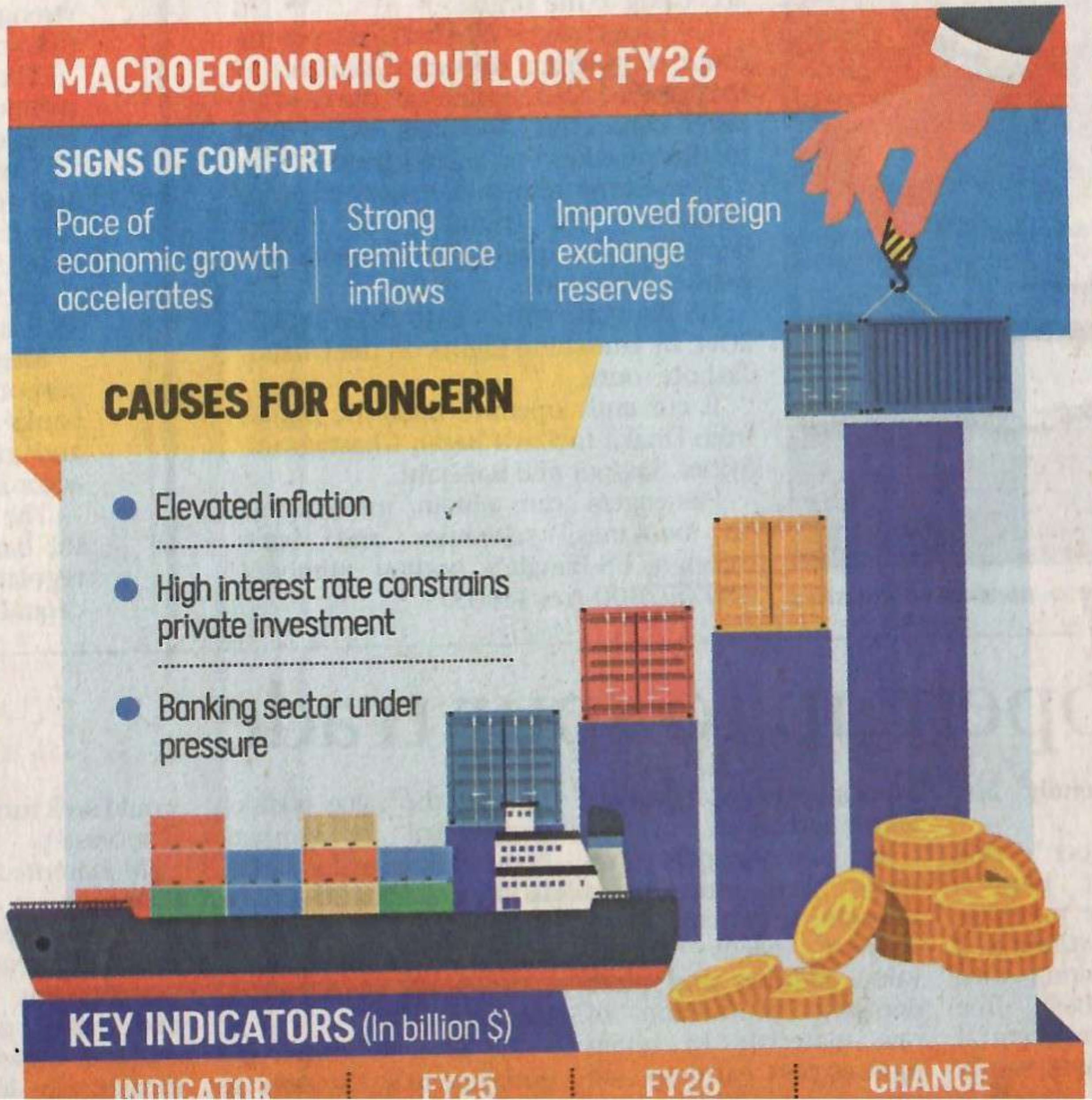

through official channels, while the banking regulator's steps to ease money transfers and monitor informal channels also helped.

On the investment climate, the MCCI, citing Balance of Payments data from Bangladesh Bank, said net inflows of foreign direct investment (FDI) in FY26 decreased by 15 percent year-on-year to $1.46 billion from $1.72 billion a year ago.

It said FDI inflows in Bangladesh is low compared with that in many other countries at a similar level of development, even though the low labour costs available here are generally believed to be attractive to foreign investors.

The MCCI said foreign investors hesitate to make fresh investments in the country because of underdeveloped infrastructure, a shortage of energy and weak transmission infrastructure, a lack of consistency in policy and regulatory frameworks, a scarcity of industrial land, corruption, and non-transparent and uneven application of rules and regulations.

"The government needs to address these impediments to attract more FDI to the country to ensure the country's economic development."

OUTLOOK

For the current quarter, the chamber, representing large companies, said exports, imports and remittances may increase. Foreign exchange reserves may

concern," the MCCI said in the review released yesterday.

The leading trade body said the country's economic growth for FY26 was provisionally estimated at 4.14 percent, up from 3.49 percent in FY25. Inflation, however, remained elevated, continuing to put pressure on household purchasing power and the cost of living.

The external sector performed relatively well, supported by strong remittance inflows and improved foreign exchange reserves.

Remittances remained robust during the quarter, while reserves strengthened significantly by the end of June, providing greater stability for the balance of payments and the foreign exchange market, the MCCI said.

Yet, there were some challenges.

"Export growth remained weak despite a rebound in June, while private investment, credit growth and domestic demand were constrained by high interest rates and economic uncertainty. The banking sector also remained under pressure, alongside fiscal constraints and elevated inflation," it said.

"Overall, the quarter reflected a transition from macroeconomic adjustment towards gradual recovery, with improved external sector resilience being a key positive development," said the MCCI.

The trade body said data on the sectoral performance of the economy was yet to be available.

Third-quarter (January-March) data for FY26 released by the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) showed that the industrial sector suffered a 0.28 percent contraction during the period as businesses remained cautious about fresh investment amid tight liquidity, elevated borrowing costs and persistent macroeconomic uncertainties.

Within the sector, the manufacturing sub-sector registered negative growth of 0.34 percent in the same period, against 1.13 percent in the previous quarter, according to the BBS.

The MCCI said merchandise export earnings rebounded strongly in June 2026, the last month of the fiscal year, rising by 25 percent year-on-year to $4.19 billion from $3.35 billion.

However, total export earnings for FY26 stood at $48.38 billion, a marginal increase of 0.17 percent from $48.30 billion in FY25, falling short of the government's target of $55 billion by 12 percent, largely due to weak global demand, high energy costs and inflationary pressures.

The inflow of remittances in FY26 reached a record $35.59 billion, a 17 percent rise over the previous fiscal year.

The trade body, citing experts, said Bangladeshi expatriate workers sent increased amounts of money home

KEY INDICATORS (In billion $)

INDICATOR	FY25	FY26	CHANGE
Exports	48.30	48.38	+0.17%
Imports	68.35	75.24	+10.07%
Trade deficit	20.40	27.29	+33.76%
RMG exports	39.35	38.97	-0.96%

Q1 FY27 FORECAST

	JULY	AUGUST	SEPTEMBER
EXPORTS ($)	4.72b	4.77b	4.80b
IMPORTS ($)	7.60b	7.66b	7.70b
INFLATION (%)	8.32	8.65	8.45

SOURCE: BB

It said FDI inflows in Bangladesh is low compared with that in many other countries at a similar level of development, even though the low labour costs available here are generally believed to be attractive to foreign investors.

The MCCI said foreign investors hesitate to make fresh investments in the country because of underdeveloped infrastructure, a shortage of energy and weak transmission infrastructure, a lack of consistency in policy and regulatory frameworks, a scarcity of industrial land, corruption, and non-transparent and uneven application of rules and regulations.

"The government needs to address these impediments to attract more FDI to the country to ensure the country's economic development."

OUTLOOK

For the current quarter, the chamber, representing large companies, said exports, imports and remittances may increase. Foreign exchange reserves may decrease between July and September due to import payments to Asian Clearing Union (ACU) member countries.

Inflation, however, is likely to go down in September of FY27 after a spike in August, it said, projecting an 8.65 percent increase in consumer prices on a point-to-point basis this month and an 8.45 percent increase in September.

"After the general election, the economy is trying to overcome the difficulties due to the present political uncertainty and conflicting world scenario. Therefore, the performance of the selected economic indicators is mixed," it said.

Going forward, the MCCI said sustaining price stability, strengthening the financial sector, promoting private investment and exports, and maintaining external-sector stability will be critical for achieving stronger and more inclusive economic growth.

"The policy priority going forward is therefore to consolidate external sector stability while bringing inflation down and creating conditions for stronger private investment and sustainable growth."

ঢাকা।